১.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার ও আধুনিকায়ন

- আন্তর্জাতিক উত্তম পদ্ধতির সাথে সংগতি রেখে কর আইন সমূহের সংস্কার সাধন এবং যুগোপযোগী রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করা;
- কর ভিত্তির আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য হারে রাজস্ব বৃদ্ধি করা;
- রাজস্ব সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে করদাতা কর্তৃক স্বয়ং উপস্থিতি নির্ভর পদ্ধতি (Physical contact) এবং দলিলাদি নির্ভর পদ্ধতি (paper based) সীমিত করে করদাতার কর প্রদান ব্যয় হ্রাস করা;
- আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য ভান্ডারের দক্ষ বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে গতানুগতিক নিরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে Intelligence based নিরীক্ষার মাধ্যমে করনীতি পরিপালন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- জাতীয় পর্যায়ে একটি দক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য Tax Accounting Network প্রর্বতন করা, যার মাধ্যমে সঠিকভাবে কর পরিশোধ, আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যথা - জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থমন্ত্রণালয় এবং করদাতাগণের সাথে যথাসময়ে সমন্বয় করা সম্ভব হয়;
- একটি প্রশাসনিক এবং আইনী কাঠামো (Framework) তৈরী করা, যা নিরপেক্ষ ও সঠিক উপায়ে সরকারের ন্যায্য রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করবে এবং একই সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে প্রতিযোগী হতে সহায়তা করবে।

১.১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার/ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহ

১.১.১। কাস্টমস

কাস্টমস আধুনিকায়নের আওতায় সংস্কার ও আধুনিকায়নে গৃহীত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রমের বিবরণ:

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে আমদানি- রপ্তানি বাণিজ্যে বিশ্বব্যাপী বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাণিজ্য উদারীকরণ ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতের দুটো পরস্পর বিপরীতমূখী ধারণা একত্রে পরিপালন করতে গিয়ে কাস্টমসের কার্যক্রমেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ফলে বিশ্বের পরিবর্তিত কাস্টমস পদ্ধতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বৈশ্বিক আধুনিক উত্তমচর্চাগুলোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে পরেছে।

- ❖ বাংলাদেশ কাস্টমস এর সংস্কার ও আধুনিকায়নের রূপরেখা Customs Modernization Strategic Action Plan 2019-2022 প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত রূপরেখা বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।
- ❖ বাণিজ্য সহজীকরণের জন্য WTO- Trade Facilitation Agreement (TFA) এর আওতায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় কাস্টমসের কার্যক্রম আধুনিকায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নানমুখী উদ্যোগ ও সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো বৈশ্বিক নতুন বাণিজ্য বাস্তবতার উপযোগী করে Revised Kyoto Convention (RKC) অনুসারে নতুন কাস্টমস আইন, ২০১৮ প্রস্তুতকরণ।
- ❖ পণ্য খালাসপ্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতোমধ্যে খালাসোত্তর নিরীক্ষা পদ্ধতি (Post Clearance Audit) চালু করেছে। এতে করে বাণিজ্য সহজীকরণের অংশ হিসেবে পণ্যের কায়িক পরীক্ষণের পরিমাণ হ্রাস করে খালাস প্রক্রিয়া দ্রুততর করা হচ্ছে।
- ❖ কায়িক ও দলিলাদি পরীক্ষণ ব্যতিরেকে সরাসরি পণ্য খালাস প্রদানের জন্য উত্তমচর্চাকারী তিনটি প্রতিষ্ঠানকে পাইলটভিত্তিতে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (AEO) সুবিধা প্রদান করেছে। এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়নপূর্বক ভবিষ্যতে নতুন আরও প্রতিষ্ঠানকে এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
- ❖ আমদানি-রপ্তানি পণ্যচালান পরীক্ষণের জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য ইতোমধ্যেই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট (RMU) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ইউনিটে দায়িত্ব পালনের জন্য দক্ষ কর্মকর্তাদের একটি পুল গঠনপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ❖ আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া দ্রুততর করার লক্ষ্যে এর সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাগুলোর মধ্যে অনলাইনে তথ্য-আদার প্রদানের জন্য National Single Window প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে অনলাইনে তথ্য আদান-প্রদান সম্পন্ন হবে এবং এর মাধ্যমে পেপারলেস কাস্টমস ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।
- ❖ কাস্টমস সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রাপ্তি সহজতর করার জন্য একটি আধুনিক ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং কাস্টমস সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানের জন্য National Enquiry Point (NEP) চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে কাস্টমস সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রাপ্তি সহজ হয়েছে এবং কাস্টমস সংক্রান্ত যে কোন জিজ্ঞাসার জবাব সহজে প্রাপ্তির পথ সুগম হয়েছে।
- ❖ অনলাইনে শুল্ক-কর জমা প্রদানের জন্য ই-পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে Real Time Gross Settlement (RTGS) ব্যবহার করে যে কোন আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রযোজ্য শুল্ক-করাদি সহজে পরিশোধ করতে পারছেন।
- ❖ পণ্য চালান আমদানির পূর্বেই শুল্ক-করের পরিমাণ নিশ্চিত হতে অগ্রিম রুলিং (Advance Ruling) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

পণ্য খালাস প্রক্রিয়ায় কোন স্তরে কী পরিমাণ সময় ব্যয় হচ্ছে তা নির্ণয় এবং পণ্য খালাসে ব্যয়িত সময় কমানোর জন্য Time Release Study (TRS) সম্পন্ন হয়েছে। সেই সাথে নিজস্ব সক্ষমতায় Time Release Study (TRS) সম্পন্নের জন্য AYSCUDA World এর ডেটা হতে System Based Time Release Study সম্পাদনের জন্য Standard Operation Procedure (SOP) প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে পণ্যচালান খালাসে ব্যয়িত সময়ে সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে।

- ❖ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আনীত পণ্য ও ডকুমেন্টস খালাস প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে Expedited Shipment এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যচালান বন্দরে পৌছার পূর্বেই যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করে পণ্যচালান বন্দরে আসামাত্রই খালাস প্রদানের লক্ষ্যে Pre-Arrival Processing (PAP) ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ Non-Intrusive Inspection ব্যবস্থার মাধ্যমে অটোমেটেড সিস্টেমে পণ্যচালান স্ক্যানিং ও ইমেজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কায়িক পরীক্ষণ ব্যতিরেকে দ্রুততর সময়ে পণ্য খালাসের সুযোগ তৈরি হয়েছে। দেশের বিভিন্ন কাস্টম হাউস ও কাস্টমস স্টেশনে ১০ কন্টেইনার স্ক্যানার এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। একইসাথে বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরসমূহে যাত্রীসেবার মানোন্নয়নে অত্যাধুনিক স্ক্যানিং সিস্টেম চালুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর আওতায় বিভিন্ন কাস্টম হাউস ও কাস্টমস স্টেশনে ১৪ টি ব্যাগেজ স্ক্যানারের মাধ্যমে বর্তমানে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে দেশে সকল আমদানি ও রপ্তানি পণ্য স্ক্যানিং এর মাধ্যমে দেশে প্রবেশ ও বের হওয়ার ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বিমানবন্দরসমূহে যাত্রী চলাচল নির্বিঘ্ন ও দ্রুততর করার জন্য গ্রিন চ্যানেল ও রেড চ্যানেল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।
- ❖ দেশের বিভিন্ন কাস্টম হাউস ও কাস্টমস স্টেশন, ঢাকায় কেন্দ্রীয় কাস্টমস ল্যাবরেটরি, গোডাউন এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য WB-International Finance Corporation এবং Asian Development Bank (ADB) এর সহযোগিতায় দুইটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ❖ চলমান আধুনিকায়ন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বাংলাদেশ কাস্টমস আগামী ২০২১ সালের মধ্যে উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ সুবিধা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের পাশাপাশি ২০২১ সালের মধ্যে একটি প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক কাস্টমস ব্যবস্থা চালু সম্ভবপর হবে।

১.১.২। মূসক (ভ্যাট)

মূল্য সংযোজন কর আইন এর সংস্কারঃ

(ক) **নতুন মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়নঃ** মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ প্রণয়নের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আধুনিকায়ন এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংস্কারের অংশ হিসেবে উক্ত আইনের পরিবর্তে একটি আধুনিক ও আদর্শ মূল্য সংযোজন কর আইন প্রবর্তনের জন্য মহান জাতীয় সংসদে গত ২৭ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৪৭ নং আইন) গৃহীত হয়, যা ১০ ডিসেম্বর, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ জারি করা হয়েছে। আইনটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'VAT Online Project' নামে একটি প্রকল্প হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ০১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে আইনটি পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনার আওতায় দেশব্যাপী একটি আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর কম্পিউটারাইজড ভ্যাট নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

(খ) **ভ্যাট প্রশাসনকে জনমুখীকরণঃ** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ অধীনস্থ সকল ভ্যাট কমিশনারেটে করদাতাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে Help desk স্থাপন করা হয়েছে। করদাতাদের সহায়তার জন্য একটি কল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ১৬৫৫৫ নম্বরে কল করে করদাতাগণ ভ্যাট বিষয়ক যেকোন বিষয়ে তাদের প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন। এতে করদাতা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, 'জাতীয় মূসক দিবস' ও 'মূসক সপ্তাহ' উদযাপনের মাধ্যমে করদাতাদের কর প্রদানে উৎসাহিত করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর আইনে 'সম্মাননা পত্র' প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসন ও করদাতাদের মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সেতু বন্ধন তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

(গ) **অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন ও দাখিলপত্র প্রদানঃ** বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'VAT Online Project' এর আওতায় রাজস্ব আদায় কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, অনলাইনে ভ্যাট দাখিলপত্র প্রদান চালু হয়েছে যার হার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(ঘ) **ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধিঃ** ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশে জরীপ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। Online Tracking System চালু হলে EFD এর মাধ্যমে ভ্যাট নেটের আওতা বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যায়।

(ঙ) **EFD/ EFDMS স্থাপন:** স্থানীয় সরবরাহ পর্যায়ে EFD/EFDMS স্থাপন, ব্যবহার ও ডাটা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালুর সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছে। ইতোমধ্যে EFDMS, EFD/SDC স্থাপন, কমিশনিং এবং চালু করার লক্ষ্যে একটি Joint Venturre এর সহিত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ ব্যবস্থা চালু হলে রাজস্ব আহরণের পরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে, ভ্যাট ফাঁকির প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং এসডিজি অর্জনে ভ্যাট বিভাগ একটি বড় ধাপ অতিক্রম করবে।

(চ) **সফটওয়্যার ব্যবহারঃ** জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ১৬/মূসক/২০১৯, তারিখঃ ৩০ জুন, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় ৫ কোটি টাকার অধিক বার্ষিক টার্নওভারযুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সফটওয়্যার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৪৩টি প্রতিষ্ঠানকে সফটওয়্যার সরবরাহের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

(ছ) **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান সংযোজনঃ** মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ ও করদাতার মধ্যে সৃষ্ট ও সৃষ্টিতব্য বিরোধ বা আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান সংযোজন করা হয়েছে, যার ফলে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ভ্যাট আহরণ কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে মর্মে আশা করা যায়। এর পাশাপাশি ADR সেল গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১.১.৩। আয়কর

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় বাজেটে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

- **২০১৯-২০২০** অর্থ বছরের জন্য যে সকল আইনী পরিবর্তন আনা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

■ব্যক্তি করদাতা এবং কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণির করদাতার জন্য করমুক্ত সীমা ও করহার

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা হতে ৪ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি;

প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায় সহায়তা এবং ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরণ

- নীটওয়্যার ও ওভেন গার্মেন্টস উৎপাদন ও রপ্তানিতে নিয়োজিত করদাতার উক্ত পণ্য রপ্তানি হতে উদ্ভূত আয়ের উপর প্রযোজ্য করহার ১৫ শতাংশ নির্ধারণ;
- যে সকল কোম্পানি করদাতার রিটার্ন দাখিলের বর্তমান সময়সীমা ১৫ জুলাই সে সকল কোম্পানী করদাতার জন্য এ সময়সীমা বর্ধিত করে ১৫ সেপ্টেম্বর করা।
- তথ্য-প্রযুক্তির ৮টি নতুন খাতকে কর অব্যাহতি সুবিধার আওতায় আনা:

1. Software or application customization;
2. Website development;
3. Website hosting;
4. Digital data analytics;
5. Software test lab services;
6. Overseas medical transcription;
7. Robotics process outsourcing;
8. Cyber security services.

- Alternative Investment Fund এর আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান। তবে উক্ত ফান্ড এর আয় যখন বন্টিত হবে তখন তা লভ্যাংশ হিসেবে বিবেচিত ও করযোগ্য হবে।
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আয়কে ৫ বছরের জন্য ১০০% কর অব্যাহতি প্রদান।

সামাজিক দায়িত্ব

- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, দু:স্থভাতা বা অনুরূপ কল্যাণভাতা এবং বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত সম্মানীর উপর কর অব্যাহতি প্রদান;
- সকল জাতীয় পদক/ পুরস্কারের অর্থ ও সুবিধাকে কর অব্যাহতি প্রদান;
- অবচয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে ব্যবহৃত বাস বা মিনিবাসের ক্রয়মূল্যের উর্ধ্বসীমা প্রযোজ্য না হওয়া;
- Elderly care home পরিচালনা হতে অর্জিত আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান।

পরিবেশ

- পরিবেশ দূষণরোধ ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার স্বার্থে এবারের করনীতিতে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ বিবেচনায় তৈরি পোশাক খাতের যে সকল কোম্পানি-করদাতার কারখানার আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত green building certification থাকবে সেসকল কোম্পানির করহার ১৪ শতাংশে হ্রাস করণ।

আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা

- কর ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল করার লক্ষ্যে-
  (ক) অনলাইনে রিটার্ন, আপীল আবেদন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন সহ বিবিধ আবেদন গ্রহণ;
  (খ) সিস্টেম জেনারেটেড আদেশ, নোটিশ, সনদ ইত্যাদি ইস্যু;
  (গ) করদাতার হিসাব, বিবরণী, দলিল, উপাত্ত ইত্যাদি ইলেকট্রনিক বিন্যাসে বা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে করবিভাগের নিকট দাখিলের বিধান প্রবর্তন।

সহজীকরণ, স্পষ্টীকরণ ও পরিপালন

- ব্যক্তিশ্রেণির করদাতার কর পরিপালন আরো সহজ করার লক্ষ্যে ২৫ লক্ষ টাকার কম গ্রস সম্পদ রয়েছে এরূপ করদাতার জন্য সম্পদ বিবরণী দাখিল ঐচ্ছিক করা । তবে করদাতা মোটর গাড়ির মালিক হলে বা

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এপার্টমেন্ট বা গৃহ-সম্পত্তি ক্রয়ে তার কোন বিনিয়োগ থাকলে সম্পদ বিবরণী দাখিল করতে হবে।

- ব্যবসা বা পেশার নির্বাহি (executive) বা ব্যবস্থাপনা (management) পদে নিয়োজিত বেতনভোগী কর্মীর জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা;
- কয়েকটি ক্ষেত্রে উৎস করের হার পুনর্বিন্যাস ও প্রায়োগিক অস্পষ্টতা দূরীকরণ;
- পুনঃউন্মোচিত কর মামলা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরো সহজ, স্বচ্ছ ও যুগোপযোগী করা এবং প্রায়োগিক অস্পষ্টতা দূরীকরণ।

১.২ । নতুন আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রণীত হয়েছে।
- নতুন কাস্টমস এ্যাক্ট প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ কে যুগোপযোগী ও সহজতর করার লক্ষ্যে নতুন Direct Tax Codeএর প্রথম ড্রাফট প্রণীত হয়েছে। উক্ত draft এর বিষয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা চলমান।

২.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার, আধুনিকায়ন বিষয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত হয়েছে ঃ

- ভ্যাট প্রশাসনকে অনলাইনভিত্তিক করার জন্য VAT Online Project গ্রহণ ও এর আওতায় অনলাইন ভ্যাট ব্যবস্থা চালুকরণ, এবং IVAS (Integrated VAT Accounting System) পদ্ধতি বাস্তবায়ন;
- VAT Online Project এর আওতায়, অনলইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও অনলইনে ভ্যাট রির্টান ফাইলিং;
- আর্ন্তজাতিক কাস্টমস রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত নতুন কাস্টমস আইন ২০১৬ বাস্তবায়ন;
- সকল স্থল শুল্ক স্টেশনে এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম সম্প্রসারণ;
- কাস্টমস এর ক্ষেত্রে শুল্ক ব্যসস্থা আধুনিকায়নের লক্ষে Online National single window (NSW), Post clearance Audit এবং Advance Ruling (AR), Authorized Economic Operator (AEO), এ বাস্তবায়ন ও অধিষ্ঠ সক্রিয়করণ এবং এর মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি;
- বিদ্যমান আয়কর আইনকে আধুনিক যুগোপযোগী ও সহজ করার লক্ষ্যে নতুন ‘‘Direct Tax Code” প্রণয়ন;
- SGMP প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন;
- আয়করের উৎসে কর্তন মনিটরিং জোরদার করার লক্ষ্যে “স্বতন্ত্র উৎসে কর কর্তন পরিবীক্ষণ অঞ্চল” বাস্তবায়ন;
- আয়করে e-Payment পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- ট্রান্সফার প্রাইসিং ও এন্টি মানি লন্ডারিং কার্যক্রম সক্রিয়করণ;
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) সক্রিয় করার মাধ্যমে মামলায় আটককৃত রাজস্ব আদায় জোরদার করা;
- তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামো বিনির্মাণ ও অটোমেশন কার্যক্রমসহ জোরদারকরণ;
- করনেট (ট্যাক্সনেট) সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধ এবং আইন ও কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ;
- কর শিক্ষা, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রচারণা এবং ট্যাক্স পেয়ার্স সার্ভিস বৃদ্ধি;
- উচ্চ আদালতের পেন্ডিং মামলাসমূহ নিষ্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আদায়;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।

৩.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাম্প্রতিক সাফল্য ও অর্জনসমূহ

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এঁর সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এঁর মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য APA (Annual Performance Agreement) স্বাক্ষর এবং এর মাধ্যমে কর্মসম্পাদনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- সকল কাস্টম হাউজসহ ৯টি স্থল শুল্ক স্টেশন, অফডক ও ইপিজেড সহ মোট ২৪টি ক্ষেত্রে ASYCUDA WORLD পদ্ধতি বাস্তবায়ন এবং চলমান কাস্টমস এর অটোমেশনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;
- ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প গ্রহণ এবং এর আওতায় অনলাইনে মূসক রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম গ্রহণ। অনলাইনে মূসক (ভ্যাট) রিটার্ন দাখিলের প্রস্তুতি চলমান;
- ভ্যাট প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন;
- দেশব্যাপী আর্ন্তজাতিক কাস্টমস দিবস, জাতীয় মূসক দিবস/সপ্তাহ এবং আয়কর দিবস/সপ্তাহ উদযাপন;
- ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন সম্প্রসারণ;
- আয়করের ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহারে করদাতাদের উদ্বুদ্ধকরণ;
- ই-ফাইলিং পদ্ধতির আওতায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের কার্যক্রম শুরু;
- দেশব্যাপী ৯টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে করদাতাগণকে সেবা প্রদান;
- প্রতিটি জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের ২জন দীর্ঘমেয়াদী ও ৩জন সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী করদাতাদের স্বীকৃতি প্রদান;
- সারাদেশের সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী ১০জন ব্যক্তি ও ১০টি কোম্পানীকে Tax Card প্রদান;
- চেম্বারসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্বমূলক সংলাপ আয়োজন, এবং এর মাধ্যমে সমন্বয় বৃদ্ধি;
- ভ্যাটের গোয়েন্দা দপ্তরকে পূর্বের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ও সক্রিয়করণ। সাম্প্রতিককালে প্রিভেন্টিভ তৎপরতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে রেস্টুরেন্ট, হোটেলসহ বিভিন্ন সেবাখাতের মূসক ফাঁকি উদঘাটন এবং গ্রুপ মেইল ও ফেসবুকে ব্যাপক প্রচার;
- চোরাচালান ও রাজস্ব ফাঁকি রোধকল্পে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের তৎপরতা জোরদার এবং স্বর্ণ, মাদকদ্রব্য, অবৈধ মুদ্রা আটকসহ অন্যান্য পণ্যের চোরাচালান প্রতিরোধে ব্যাপক সাফল্য।

৪.০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ

(ক) বাহ্যিক (external) চ্যালেঞ্জসমূহ

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যমূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি জনিত অস্থিরতা;
২. আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যে মিথ্যা ঘোষণার প্রবণতা;
৩. আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব;
৪. কর ফাঁকি প্রদানের প্রবণতা এবং স্বেচ্ছা পরিপালনের অভাব।

(খ) অভ্যন্তরীণ (internal) চ্যালেঞ্জসমূহ

১) পর্যাপ্ত ডিজিটালাইজেশন/অটোমেশন এর সীমাবদ্ধতা
২) প্রশিক্ষত ও পর্যাপ্ত মানবসম্পদের অপ্রতুলতা
৩) সঠিক ও যথাযথভাবে কর নির্ধারণ
৪) ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিকস সীমাবদ্ধতা
৫) আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অপর্যাপ্ত প্রয়োগ
৬) আধুনিক পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এর স্বল্প প্রয়োগ
৭) আমদানি ও খালাস তথ্যের সমন্বয়ের অভাব
৮) অপর্যাপ্ত নিলাম কার্যক্রম
৯) মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা
১০) সহযোগী দপ্তরগুলোর কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব
১১) কাঠামোবদ্ধ (structured) পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এর অভাব

১২) সঠিক ও যথাযথ কর নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা
১৩) বিভিন্ন সরকারী দপ্তর (পেট্রোবাংলা, বিপিসি, পাসপোর্ট অধিদপ্তর) এর নিকট বকেয়া পাওনা দীর্ঘসূত্রিতা।

৫.০। চ্যালেঞ্জ উত্তরণে কৌশলসমূহ

- **২০১৯-২০২০** অর্থবছরে, অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে অথবা নতুনভাবে কর আরোপ বা বৃদ্ধি করা হয়েছে, অথবা মূল্য বৃদ্ধি বা অন্য কোন ভাবে কর বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনী পরিবর্তন আনা হয়েছে এমন খাত/প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত প্রদেয় কর আহরণ মনিটরিং করা;
- রাজস্ব প্রদানের দিক থেকে বৃহৎ ৫০টি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত রাজস্ব আদায় যথাযথ মনিটরিং;
- উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষদের সাথে সমন্বয়পূর্বক সঠিকভাবে কর কর্তন ও জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- নিরঙ্কুশ বকেয়া আহরণ নিশ্চিত করা;
- বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিকট প্রাপ্য বকেয়া আহরণে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও লিয়াজো রক্ষা করা;
- এডিআরকে সক্রিয়করণ এবং এডিআরের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করে পাওনা আহরণের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা আদায়;
- জরীপ কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন করদাতা বৃদ্ধির জন্য জরীপের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন;
- বৃহৎ রীট মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ এ্যাটর্নী জেনারেল অফিস ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আইন কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে মামলাসমূহ নিষ্পত্তি;
- e-TIN প্রোগ্রামের বিদ্যমান Capacity ৩০ লক্ষ হতে বৃদ্ধি করে পর্যাপ্তসীমায় উন্নীত করা;
- সহযোগি দপ্তরের সাথে কর সংক্রান্ত তথ্যের পারস্পারিক বিনিময় নিশ্চিত করে সম্ভাব্য ফাঁকি উদঘাটন করা;
- উপজেলা পর্যায়ে নতুন সার্কেল স্থাপনের মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- ট্রান্সফার প্রাইসিং ও বিদেশী নাগরিকদের প্রযোজ্য কর আহরণের বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করা;
- আস্থা সৃষ্টি ও স্বেচ্ছা পরিপালন বৃদ্ধিকল্পে স্টেকহোল্ডারদের সাথে পার্টনারশীপ ডায়ালগ অব্যাহত রাখা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়নপূর্বক সেবার মান বৃদ্ধি ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা;
- নিয়মিতভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের On the Job Training এর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শুন্য পদে নিয়োগ প্রদান, নিয়মিত পদোন্নতি, বদলীসহ অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

৬.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমসমূহ

রাজস্ব প্রশাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক ও উন্নততর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিম্নলিখিত উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- আয়কর মেলায় স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য কর বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কর সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী হয়েছে;
- সচিবালয়ে কর্মকর্তাদের ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার সুবিধার্থে অস্থায়ী কর ও তথ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তাগণ সহজে কর প্রদান করতে পেরেছেন এবং স্বেচ্ছা পরিপালন (Self Compliance) বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (FBCCI) এর সাথে নিয়মিতভাবে সমন্বয় সাধনের জন্য (ক) Capacity Building (খ) Customs Policy (গ) Tax Policy ও (ঘ) VAT Policy শীর্ষক ৪ (চার) টি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে;
- জাতীয় সংসদ এর অর্থ বিষয়ক সংসদীয় কমিটি, সরকারি হিসাব সংক্রান্ত কমিটি, অডিট বিভাগ, FBCCI, DCCI, MCCI এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে করদাতা, ব্যবসায়ী সংগঠন ও সরকারি সংস্থাসমূহের

সাথে নিয়মিতভাবে পার্টনারশীপ ডায়ালগ এবং করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে এই সকল সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে;

- মামলা নিষ্পত্তি ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) পদ্ধতি কার্যকর ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে মাননীয় বিচারপতি সহ অন্যান্য বিচারপতি, এটর্নী জেনারেল, মাননীয় মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ব্যবসায়ী সমাজের সাথে সংলাপ ও নিষ্পত্তি কার্যক্রম গ্রহণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংকসমূহের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব (আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট) বিষয়ক মডিউল প্রবর্তন করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে;
- তথ্য মন্ত্রণালয়, বেতার ও টেলিভিশন এবং মিডিয়ার সাথে পার্টনারশীপ ডায়ালগ এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল অর্জনসমূহ গুরুত্বের সাথ প্রচারনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- কর্মকর্তাদের মধ্যে দাপ্তরিক যোগাযোগ দ্রুততর করার নিমিত্তে সকল কর্মকর্তাদের জন্য একাধিক গ্রুপ মেইল খোলা হয়েছে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাযর্ক্রম, সাফল্য ও অর্জনসমূহ প্রচারের জন্য Facebook একাউন্ট খোলা হয়েছে;
- এনবিআর Website এ গুরুত্বপূর্ণ সকল দলিল, (APA, BIP) আদেশ-নির্দেশ, ফাংশনাল বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে এনবিআরের সাফল্য ইত্যাদি নিয়মিতভাবে আপলোড করা হচ্ছে;
- জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত রাজস্ব সম্পর্কিত সংবাদের ব্রিফিং ও তথ্যাদির সংরক্ষণে আর্কাইভ খোলা হয়েছে;
- আয়কর সম্পর্কে জন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুক্রবার বা সাপ্তাহিক বিশেষ প্রার্থনার দিনে মসজিদ, মন্দির, গির্জায় কর প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ বাণী প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের কর বিষয়ে প্রাথমিক ধারণার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীতে আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট সম্পর্কে পাঠক্রম অন্তর্ভূক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- স্থানীয় Cable TV-তে কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত প্রচারণার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া শুল্ক, আয়কর ও মূসক প্রদানের বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে, করদাতা বান্ধব রাজস্ব সংস্কৃতি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গণসচেতনতা তৈরী ও কর ফাঁকির তথ্য উদঘাটন তথা কর ফাঁকি রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে;
- তৃণমূল পর্যায়ে জাতীয় উন্নয়নে আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাটের গুরুত্ব বিষয়ে প্রচার জনসাধারণের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কমিউনিটি রেডিওতে প্রচারণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

স্ট্রেংদেনিং গর্ভনেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (SGMP)

প্রকল্পের নাম ঃ স্ট্রেংদেনিং গর্ভনেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (এনবিআর পার্টঃ কম্পোনেন্ট-এঃ অনলাইন ফাইলিং এন্ড ডিজিটাইজেশন অব ট্যাক্স রিটার্নস; কম্পোনেন্ট-সিঃ এস্টাবলিশমেন্ট অব ট্যাক্সপেয়ারস ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টারস)

প্রকল্প সংক্ষেপ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের জন্য বাস্তবায়নাধীন Strengthening Governance Management Project (SGMP) শীর্ষক প্রকল্পটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৭৭.৮২ কোটি টাকা বাজেটের একটি প্রকল্প যার বাস্তবায়ন সময়কাল জুলাই ২০১১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ ইং । প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে করদাতারা ঘরে বসে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন প্রদান করতে পারবেন এবং তারা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাবেন। ই-পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে অনলাইনে কর প্রদান করতে পারবেন এবং তার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাবেন। করদাতারা বিদ্যমান ই-টিআইএন ব্যবস্থার মাধ্যমে অনলাইনে টিআইএন নিবন্ধন করতে পারবেন। করবিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহ নেটওয়ার্কি এর আওতায় আসবে এবং আপীল, কর অবকাশসহ বিবিধ কার্যক্রমের অটোমেশন হবে। এছাড়াও বিভিন্ন ডাটাবেজ এবং রিপোর্ট জেনারেশন কার্যক্রম ও অটোমেটেড হবে। ভিয়েতনাম ভিত্তিক বিখ্যাত আইটি প্রতিষ্ঠান FPT Information System Corporation এই সিস্টেম বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রকল্প বাস্তবায়নের এ পর্যায়ে সফটওয়্যার আমদানি হয়েছে এবং তার কাস্টমাইজেশন ও কনফিগারেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হার্ডওয়্যার আমদানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং তার

যাচাই ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে তা স্থাপন এবং বিতরন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বিদ্যমান ই-টিআইএন সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

প্রকল্পের ধরণ ঃ বিনিয়োগ

প্রকল্পের বাজেট ঃ

জিওবি	১১৮২ লক্ষ	$ ০১.৬১ মি:
এডিবি	৬৬০০ লক্ষ	$ ০৯.০১ মি:
মোট	৭৭৮২ লক্ষ	$ ১০.৬৭ মি:

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১১ - ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকল্পের অনুষঙ্গ ঃ (১) অনলাইন রিটার্ন দাখিল
(১) অফলাইনে দাখিলকৃত রিটার্ন ডিজিটাইজেশন
(২) নেটওয়ার্কিং ও কানেকটিভিটি
(৩) অফিস প্রসিডিওর অটোমেশন
(৪) ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট
(৫) রিপোর্ট জেনারেশন

প্রকল্পের ব্যয় ঃ ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত $ ৪.২৫ মিলিয়ন

অগ্রগতি ঃ ১) সফটওয়্যার আমদানি করা হয়েছে।
২) হার্ডওয়্যার আমদানি সম্পন্ন হয়েছে।
৩) সফটওয়্যার কাস্টমাইজেশনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

নোটঃ

০১) স্ট্রেংদেনিং গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (এনবিআর পার্টঃ কম্পোনেন্ট-এঃ অনলাইন ফাইলিং এন্ড ডিজিটাইজেশন অব ট্যাক্স রিটার্নস; কম্পোনেন্ট-সিঃ এস্টাবলিশমেন্ট অব ট্যাক্সপেয়ারস ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টারস) শীর্ষক প্রকল্পটি ইতমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বরাবর বিগত ১৯/০৮/২০২০খ্রি. তারিখে প্রেরিত হয়েছে;

০২) চুক্তি মোতাবেক ভিয়েতনাম ভিত্তিক আইটি প্রতিষ্ঠান FPT Information System Corporation এর সাথে Support Service এর মেয়াদ ৩০ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি. তারিখে শেষ হয়েছে

Tax Administration Capacity and Taxpayers Services (TACTS)

(কারিগরী সহায়তা প্রকল্প)

১। প্রকল্পের নাম ঃ Tax Administration Capacity and Taxpayers Services (TACTS)

২। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঃ মার্চ ২০০৯ - ফেব্রুয়ারী ২০১৪ (সংশোধিত মেয়াদ অক্টোবর ২০১০ - সেপ্টেম্বর ২০১৫) ইতমধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ হয়েছে।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ ক) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর আদায় বৃদ্ধি;
খ) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্মপদ্ধতি পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত কিছু কর অঞ্চল সমূহে বাস্তবায়ন;
গ) কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চলে উন্নততর করদাতা সনাক্তকরন পদ্ধতি এবং সংশোধিত কর্ম পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক করদাতাকে কর জালে আনয়ন;
ঘ) করদাতাদের অধিকতর উন্নত সেবা প্রদান;
ঙ) কর ফাঁকি তদন্তের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলকে শক্তিশালী করে কর পরিশোধ ও আদায়ের ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট এর উন্নয়ন।

৪। মূল কার্যক্রম ঃ এ প্রকল্পের ৭ টি অংশ, যা হলো- (ক) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা ও কার্যকারিতা

বৃদ্ধি; (খ) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্মপদ্ধতি অন্যান্য কর অঞ্চলে বাস্তবায়ন; (গ) কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল; (ঘ) করদাতা সেবা; (ঙ) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল; (চ) আপীল এবং (ছ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা।

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে চলমান Tax Administration Capacity and Taxpayers' Services (TACTS) প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. এই প্রকল্পের আওতায় আয়কর বিভাগের বৃহৎ করদাতা ইউনিট, বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কার্যপদ্ধতি অন্যান্য কর অঞ্চলে সম্প্রসারণ, কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল, করদাতা সেবা, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং আপীল এই সাতটি ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২. কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চলে Tax Information Retrieval System (TIRS) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোটরগাড়ীর রেজিস্ট্রেশন, জমির ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে করদাতাদের তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ সহজতর হয়েছে যা ব্যবহারের মাধ্যমে অতি সহজে নতুন করদাতা এবং কর ফাঁকির তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে।

৩. করদাতাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা, বগুড়া, যশোর এবং উত্তরায় 'কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে।

৪. সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Data Forensic Equipment এবং Portable Base Station সরবরাহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য High End Forensic work-station FRED, Forensic Duplicator সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সরঞ্জামাদি এবং কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।

৫. বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর কার্যক্রম সম্প্রসারনের অংশ হিসাবে চট্টগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বৃহৎ করদাতা ইউনিটে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার/সার্ভার সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে সহকারী কর কমিশনার হতে অতিরিক্ত কর কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্থানীয়ভাবে এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে বৃহৎ করদাতা ইউনিট এবং অন্য দুটি কর অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

৭. কর আপীল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত যুগ্ম কর কমিশনার হতে কর কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্থানীয়ভাবে এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮. কর কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহকারী কর কমিশনার হতে কর কমিশনার পর্যায়ের ৫৫০ জন কর্মকর্তাকে Tax Audit, Bank Statement Analysis and Fraud Prevention, ICT tools in Tax Administration, Internal Audit প্রভৃতি বিষয়ে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৯. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ৪,১৬০ জন আয়কর উপদেষ্টা (আইটিপি) কে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা করদাতাদের প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

১০. ২০১১ হতে ২০১৬ সনে অনুষ্ঠিত আয়কর মেলায় করদাতাদের কর বিষয়ক তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পের আওতায় আয়কর বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছে ।

১১. সুপ্রীম কোর্টে আয়কর বিষয়ক রায়ের রেফারেন্স, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত এস আর ও, অর্থ আইন এবং আয়কর বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য কর্মকর্তাদের নিকট ডিভিডি আকারে সরবরাহের জন্য Income Tax Case Law Digest তৈরী করা হয়েছে।

১২. উৎসে কর কর্তন ও আদায় বিষয়ে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তন বিষয়ক দুইটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চলে Tax Information Retrieval System (TIRS) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোটরগাড়ীর রেজিস্ট্রেশন, জমির ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে করদাতাদের তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে।

ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরকশুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন (ভ্যাটঅনলাইন) প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ও ব্যবসা-বান্ধব কর পরিবেশ সৃষ্টিসহ কাঙ্খিত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে বিগত ১০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে মহান সংসদে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ পাশ হয়।

নতুন এই আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে Value Added Tax and Supplementary DutyAct, 2012 Implementation(VAT:Online)project" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নতুন মূসক আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের VAT প্রশাসনকে Automation and Computerization দ্বারা শক্তিশালী এবং আধুনিকীরণ করে VAT: GDP ratio বৃদ্ধি করা; যার পরিণতিতে মূল্য সংযোজন কর আদায় বাড়ানো এবং VAT Compliance Gap দূরীকরণ সম্ভব হবে।

২০১৮-১৯অর্থবছরে প্রকল্পের গৃহীত ও চলমান কার্যাবলীঃ

- নতুন মূসক আইন বিষয়ক করদাতাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ বছরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে;
- ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের জন্য ডকুড্রামা প্রস্তুতকরণ ও প্রচার এবং প্রিন্ট মিডিয়াসহ রেডিওর বিভিন্ন চ্যানেলে করদাতা সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন নিয়মিত সম্প্রচার নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- করদাতাগত যাতে Onlin সিস্টেমের পাশাপাশি পূর্বের ন্যায় ম্যানুয়ালিও Registration গ্রহণ ও Return দাখিল করতে পারেন সে লক্ষ্যে ঃ Central Processing Center –CPC অপারেশন চালুকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ অপারেশনের আওতায় করদাতাগণ Registration গ্রহণ ও Return দাখিলের জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে (কমিশনারেট সদর দপ্তর/বিভাগীয় দপ্তর/সার্কেল)দাখিল করবেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে উক্ত দলিলাদি Software এ Input প্রদানের লক্ষ্যে Digicon Tecnologies Ltd এর CPC Operation Team কে প্রেরণ করবেন। চূড়ান্তভাবে Digicon Tecnologies Ltd প্রাপ্ত দলিলাদির ভিত্তিতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও রিটার্ন দাখিলের ব্যবস্থা করবেন।
- ঢাকার মিরপুরস্থ কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (পশ্চিম) এর অফিসে Disaster Center স্থাপন করা হয়েছে।
- ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পের প্রধান সিস্টেম iVAS (Integrated VAT Administration System) বর্তমানে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম যেমন (মহাহিসাব হিসাবনিয়ন্ত্রকের দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত) এবং অনলাইনে ভ্যাট পরিশোধ যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও সার্বক্ষণিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংক্রান্ত তথ্যাদি আদান প্রদানে ও এর শুদ্ধতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে কাস্টমস সিস্টেম (ASYCUDA) এবং ইনকাম ট্যাক্স সিস্টেম (BiTAX) কে আন্তঃসংযোগের আওতায় আনা হচ্ছে।
- মূসক কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে এ পর্যন্ত ৪০ টিরও বেশি প্রশিক্ষণ ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে এবং সিনিয়র, জুনিয়র পর্যায়ের ৮০০ জন কর্মকর্তাকে বিষয় ও কার্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এছাড়াও কর্মকর্তাগণ যাতে মূসক আইন সংক্রান্ত International best practice সমন্ধে

ধারণা লাভ করতে পারেন সে লক্ষ্যে প্রায় ১৫০ জন কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে করদাতাগণ ভ্যাট নিবন্ধন থেকে শুরু করে রিটার্ন দাখিল, কর পরিশোধ এবং রিফান্ড গ্রহণসহ যাবতীয় কাজ অনলাইনে সম্পাদন করতে পারবেন এবং করদাতাগণের আর ভ্যাট অফিসে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। নতুন এ আইনের সফল বাস্তাবায়ন তথ্য প্রযুক্তি বান্ধব কর ব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে ভ্যাট জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করবে।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়েতোলার লক্ষ্যে সরকারের স্বপ্নকে বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বদ্ধ পরিকর।

এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড প্রকল্প

আমদানী রপ্তানী পর্যায়ের শুল্কায়ন পদ্ধতি সহজীকরণ, শুল্ক প্রশাসন আধুনিকীকরণ ও অটোমেটেড পদ্ধতিতে শুল্কায়ন ও ডেটা সংরক্ষণের লক্ষ্যে আশির দশকে UNCTAD কর্তৃক উদ্ভাবিত ASYCUDA (Automated System For Customs Data) নামে সফট্ওয়্যারটি উদ্ভাবন করা হয়। UNCTAD উদ্ভাবিত এ সফট্ওয়্যার এর চারটি ভার্সন রয়েছে। এ্যাসাইকুডা ভার্সন-১ উদ্ভাবন হয় ১৯৮১ সালে, ভার্সন-২ ১৯৮৪ সালে, ভার্সন-৩ (ASYCUDA++) ১৯৯৪ সালে এবং ভার্সন-৪ (ASYCUDA World) ২০০৪ সালে। কাস্টমস এর শুল্কায়ন পদ্ধতি ও শুল্ক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম এ্যাসাইকুডা ভার্সন-২ ঢাকা কাস্টম হাউসে ব্যবহার করা হয় ১৯৯৪ সালে এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে ১৯৯৫ সালে। শুল্কায়ন পদ্ধতি ও শুল্ক ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল, দক্ষ ও আধুনিক করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম ইপিজেড, ঢাকা কাস্টম হাউস, আইসিডি ও বেনাপোল কাস্টম হাউসে এর পরবর্তী Updated ভার্সন ASYCUDA++ (V1.16f) বাস্তবায়ন করা হয় এবং ২০০৭ সালে তৎপরবর্তী ভার্সন ASYCUDA++ (VI.18) বাস্তবায়ন করা হয়।

০২। পরবর্তীতে ২০১২ সালে দেশের আমদানি - রপ্তানি তথা সামগ্রিক শুল্ক ব্যবস্থাপনাকে আরো গতিশীল, আধুনিক ও শুল্ক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে ASYCUDA World স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোপূর্বে ২০০৭ সালে, UNCTAD কর্তৃক উদ্ভাবিত ASYCUDA++ সিস্টেমটি আপগ্রেড করার লক্ষ্যে ADB 'র অর্থায়নে Chitagong Port Trade Facilitation Project শীর্ষক একটি প্রকল্প গৃহীত হয় এবং UNCTAD কে মাঃ ডঃ ৩,৬০,০০০.০০ অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। কিন্তু ASYCUDA++ ভার্সনের প্রযুক্তিগত কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করার পূর্বেই ২০০৮ সালে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসিসিআই) এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যক্রম ওয়েবভিত্তিক অটোমেটকরার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস ও সিসিসিআই এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সিসিসিআই এর সাথে সম্পাদিত পাঁচ বছর মেয়াদী এ চুক্তি শেষ হয় ২০১৩ সালে।

০৩। চুক্তি অনুযায়ী বেশ কিছু মডিউল উদ্ভাবনের ও তা মূল ASYCUDA System এর সাথে সংযুক্ত (Integrate) করার কথা থাকলেও বিদ্যমান ASYCUDA System এ ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার অভাব ও প্রযুক্তির ভিন্নতার কারণে উদ্ভাবিত ব্যবস্থায় শিপিং এজেন্ট/এয়ারলাইন্স কর্তৃক পেশকৃত মেনিফেস্টের - তথ্যাদি সঠিকভাবে বিল অব এন্ট্রিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভূক্ত (auto populate) করা যায়নি বিধায় আটোমেশনের পূর্নাঙ্গ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিদ্যমান ASYCUDA ++ সিস্টেমকে আপগ্রেড করে ASYCUDA World স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া WCO Diagnostic Mission কর্তৃকও শুল্ক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ASYCUDA World স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

০৪। ASYCUDA World System সম্প্রসারনঃ

প্রাথমিকভাবে ০৬টি শুল্ক ভবন (চট্টগ্রাম, ঢাকা, আইসিডি-কমলাপুর, বেনাপোল, মংলা ও পানগাঁও) সহ বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় ১৩টি স্থল শুল্ক স্টেশন (সোনামসজিদ, হিলি, বুড়িমারী, ভোমরা, আখাউড়া,

বাংলাবান্দা, তামাবিল, টেকনাফ, খুলনা এলসি ষ্টেশন, দর্শনা, রূপপুর, নারায়ণগঞ্জ এলসি ষ্টেশন ও সামিট ইনল্যান্ড ওয়াটার টামিনাল, মুক্তারপুর), কাস্টমস্ অফিস ০৫টি (০১. বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা, ০২. বন্ড কমিশনারেট, চট্টগ্রাম, ০৩. Air Freight Unit, CCH, Chittagong০৪. Air Freight Unit, OIA ০৫.SAPL Inland Water Container Terminal CEPZ) এবং ০৮ টি **Private ICD Off docks (০১. Esack Brothers Ind. Ltd (Cont.Yrd), ০২. PortLink Logistics Centre Ltd ০৩. KDS Logistics Ltd ০৪. Ocean Containers Ltd ০৫. Summit Alliance Port Ltd. (EAST) ০৬. Summit Alliance Port Ltd. (WEST) ০৭. BM CONTAINER DEPO LTD এবং ০৮. INCONTRADE LIMITED)** এ ASYCUDA World চালু করা হয়েছে। বর্তমানে আদমজী **EPZ**,জকিগঞ্জ, সিলেটের ছাতক ও রহনপুর এ ASYCUDA World চালুকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। ASYCUDA World স্থাপনের মাধ্যমে সকল শুল্ক ভবনসহ দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী স্থল শুল্ক স্টেশনসমূহ ঢাকাস্থ একটি কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টারের আওতায় একযোগে একটি uniform এবং harmonized System - এ কাজ করতে পারছে। এতে শুল্ক স্টেশন সমূহ তাৎক্ষনিকভাবে কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ পর্যালোচনা করে শুল্কায়নের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাচ্ছে।

০৫। ASYCUDA Worldস্থাপনের লক্ষ্যে মার্চ, ২০১৩ হতে সেপ্টেম্বর' ২০১৪ পর্যন্ত ১৮ মাস মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার কারনে এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি। এ প্রকল্প ব্যয় প্রায় ২৯ (উনত্রিশ) কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ASYCUDA World সিস্টেমটি সকল কাস্টস হাউস, স্থল শুল্ক স্টেশনসহ ৩১ টি অফিসে এ চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে অত্যাধুনিক সার্ভার রুম/ডেটা সেন্টার নির্মাণ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- সকল কাস্টম হাউসসহ দেশের প্রধান এলসি স্টেশনের মধ্যে ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটির মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক স্থাপন করে আমদানি- রপ্তানি শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কর্মপরিধির বাহিরে এ কর্মসূচী হতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যথাঃ

ক. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে অত্যাধুনিক সার্ভার রুম/ডেটা সেন্টার নির্মাণ;

খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসসহ দেশের অন্যান্য কাস্টম হাউসে এবং প্রধান এলসি স্টেশনের মধ্যে ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটির মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক স্থাপন;

গ. বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৭০০ কাস্টমস কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রায় ২০০০ এ্যাসাইকুডা ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান যেখানে বন্দরের কর্মকর্তা, নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা, সিএন্ডএফ এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট ও ফ্রেইট ফরওয়াডার্সগণ অন্তর্ভূক্ত আছে;

ঘ. বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশনের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মনোনীত কর্মকর্তাদেরকে কয়েক দফায় Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড বাস্তবায়ন টিম এর সহায়তায় বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক তাদের সাধারণ সদস্যদের জন্য Facilitation Centre খোলা হয়েছে। এসকল Facilitation Centre এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড বাস্তবায়ন টিম ও কাস্টম হাউসের আইটি বিশেষজ্ঞদের কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে;

ঙ. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম হতে পণ্যের বিরবণ সম্বলিত ইলেকট্রনিক মেনিফেস্ট গ্রহণ করছেন, যার ভিত্তিতে কন্টেইনার ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ পণ্য খালাসের পূর্বে শুল্ক-করাদি যথাযথভাবে পরিশোধিত হয়েছে কিনা তা এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এ যাচাই করে নিতে পারছেন। তবে তাদের কাছ থেকে কন্টেইনারের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্যাদি এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে পাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়নি;

চ. এয়ারলাইন্স হতে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের মাধ্যমে এয়ার কার্গো মেনিফেস্ট ইলেকট্রনিক্যালি গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সকল এয়ারলাইন্স অনলাইনে তাদের মেনিফেস্ট দাখিল করছে। পাশাপাশি ইন্টারন্যাশনাল কুরিয়ারসহ সকল কুরিয়ার সার্ভিস ও সংশ্লিষ্ট ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারগণ হাউস এয়ারওয়ে বিল এর তথ্য দাখিল করেছেন;

ছ. স্থলবন্দর সমূহে ট্রাকের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রীর তথ্যসমূহও এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের মেনিফেস্ট সিস্টেমে ধারণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রতিবেশী দেশসমূহের শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে কানেকটিভিটি স্থাপন করা সম্ভব হলে শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট সকল দলিলাদি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হবে যা বাংলাদেশের শুল্ক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাবে;

জ. **LC/EXP :**সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে LC/EXP এর তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ASYCUDA WorldSystem - এ প্রদান করেছে। এর ফলে LC/EXP এর সাথে ASYCUDA WorldSystem - এর Integration সম্পন্ন হয়েছে। ফলে জাল জালিয়াতির ঝুঁকি কমেছে;

ঝ. **e-Payment** ঃ প্রাথমিকভাবে কাষ্টম হাউস, আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকায় সোনালী ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর যৌথ উদ্যোগে পরীক্ষামূলকভাবে e-Paymentচালু করা হয়েছিল।সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের RTGS (Real Time Gross Settlement) Paymentসুইচ ব্যবহার করে পরবর্তীতে কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও বেনাপোল শুল্ক ভবনে e-Payment কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে ৪টি বানিজ্যিক ব্যাংক এ কার্যক্রমে অংশ গ্রহন ১৬৩ জন আমদানিকারক e-Payment এরমাধ্যমে আমদানিকৃত চালানসমূহের শুল্ক করাদি পরিশোধ করছেন। গত অর্থবছরে (২০১৮-১৯) ১১৩০.২৫ কোটি টাকা e-Payment ব্যবস্থার মাধ্যমে আদায় হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫,১২০.৫০ কোটি টাকা।

ঞ. **Third party Integration এর আওতায় BSTI** : আমদানি নীতির আলোকে কিছু পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে BSTI (Bangladesh Standards & Testing Institution)হতে সনদপত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। BSTI এর সাথে ASYCUDA World System এর Integration ফলে সংশ্লিষ্ট BSTI অফিস হতে সরাসরি ASYCUDA WorldSystem এ Access করে তাদের BSTI সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই BSTI সনদপত্র কাষ্টম অফিসারগণ বিল অব এন্ট্রি *Assessment* এর সময় System থেকে সরাসরি দেখে নিতে পারে। এর ফলে ম্যানুয়াল সার্টিফিকেটের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয় না। এখন BSTI বিষয়টি সীমিত আকারে করা হলেও খুব শীঘ্রই পুর্ণাঙ্গ আকারে চালু হবে। ফলে শুল্কায়ন দ্রুততর হয়েছে;

ট. **Third party Integration এর আওতায় e-UD** : বণ্ড সুবিধায় আমদানিতব্য পণ্যের জন্য BGMEA প্রদত্ত UD যথাযথ কি না, তা বিল অব এণ্ট্রি দাখিলকালে যাচাইয়ের জন্য ASYCUDA World System এর সাথে BGMEA এর UD প্রসেসিং সিস্টেমের ইণ্টারফেসিং স্থাপনের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। BGMEA এর সিস্টেমের আপগ্রেডেশনের কাজ চলমান। উক্ত কাজ সম্পন্ন হলে পরীক্ষামূলকভাবে ইলেক্ট্রনিক ডাটা আদান-প্রদান শুরু হবে। টেস্টিং সফল হলে লাইভ অপারেশন শুরু করা হবে। উক্ত মডিউলটি বাস্তবায়িত হলে বণ্ড ব্যবস্থাপনায় অধিকতর শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবে;

ঠ. **Third party Integration এর আওতায় BEZA, BEPZA**: বাংলাদেশ অথনৈতিক অঞ্চল কতৃপক্ষ, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কতৃপক্ষ কতৃক নিবন্ধাধীন প্রতিষ্ঠানের আমদানি-রপ্তানির বিপরীতে ইস্যুকৃত IP/EP যথাযথ কি না, তা বিল অব এণ্ট্রি/ বিল অব এক্সপোট দাখিলকালে যাচাইয়ের জন্য ASYCUDA World System এর সাথে **BEZA, BEPZA** এর সিস্টেমের সাথে ইণ্টারফেসিং স্থাপনের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে ইলেক্ট্রনিক ডাটা আদান-প্রদান শুরু হয়েছে। টেস্টিং সফল হলে লাইভ অপারেশন শুরু করা হবে। উক্ত মডিউল ২(দুই) টি বাস্তবায়িত হলে IP/EP ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে;

ড. **Third party Integration এর আওতায় Plant Quarantine Wing**: আমদানি নীতির আলোকে কিছু পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে Plant Quarantine Wing হতে সনদপত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। Plant Quarantine Wing এর সাথে ASYCUDA World System এর Integration ফলে Quarantine হতে সরাসরি ASYCUDA World System এ রিয়েল টাইম ভিত্তিতে তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব হবে। Quarantine ইস্যুকৃত সনদপত্র কাষ্টম অফিসারগণ বিল অব এন্ট্রি *Assessment* এর সময় System থেকে সরাসরি দেখে নিতে পারবেন। এর ফলে ম্যানুয়াল সার্টিফিকেটের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে না। এতে আমদানি চালান খালাসে অহেতুক সময়ক্ষেপন হবে না।

ঢ. **Ex-bond** :পূর্বে বন্ড অফিসগুলোতেASYCUDASystemচালু না থাকার কারণে বিভিন্ন শুল্ক ভবনের মাধ্যমে IM-7 (বন্ডের মাধ্যমে আমদানি)এর মাধ্যমে দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রি র ক্ষেত্রে ঐ বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে যে IM-4 (Home Consumption) বিল অব এন্ট্রি হতো তা সংশ্লিষ্ট শুল্ক ভবনে ম্যানুয়াল ভাবে সম্পন্ন হতো। এর ফলে বন্ড অফিসের কোন তদারকি থাকতো না। বর্তমানে বিভিন্ন শুল্ক ভবনের মাধ্যমে IM-7 এর মাধ্যমে দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রি র ক্ষেত্রে ঐ বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে যে IM-4 বিল অব এন্ট্রিহয় তা প্রতিষ্ঠানটির নিবন্ধনকৃত বন্ড কমিশনারেটের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে বন্ড অফিসগুলো তাদের স্ব স্ব অফিসে নিবন্ধনকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি করতে পারে, আদায়কৃত রাজস্বের বিষয়ে অবগত থাকে বিধায় এ বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্ড অফিস গত ১৮/০৬/১৯ইং এবং ঢাকা বন্ড অফিস গত ০৭/০৭/১৯ইং হতে Ex-bond কার্যক্রম শুরু করেছে;

ণ. **Tariff Management:** পূর্বে ASYCUDASystem এ HS chapter বা Heading আপডেট করা যেত না। এর ফলে HS chapter বা Heading আপডেট করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। Tariff Managementএখন একই সাথে এক বা একাধিক অথবা ১-৯৯ পর্যন্তHS chapter বা Heading আপডেট করা যায়।

ত. **Non-cash payment:** একটি বিল অব এন্ট্রিতে Non-cash ও cash প্রদান করা করা হয় কিন্তু পূবে© Non-cash জন্য কোন *Assessment Notice* ইস্যু করা যেতো না। বর্তমানে একটি বিল অব এন্ট্রিতে কত টাকা Non-cash ও cash প্রদান করা করা হয়েছে তা আলাদা আলাদা করে দেখানো যায় এবং *Assessment Notice* ইস্যু করা যায়।

থ. **e-BRTA:** BRTA (Bangladesh Road Transport Authority) সাথে ডাটা বিনিময় চুক্তি আওতায় যে সকল গাড়ীর কনসাইনমেন্ট দাখিল হয় তখন একটি e-BRTA ফর্ম ডিজাইন করা হয়েছে । ফলে যখনই সি এন্ড এফ এজেন্ট গাড়ীর সংশ্লিষ্ট এইচএসকোড ডিক্লারেশন করে তখনই একটি Vehicle Form এক্টিভ হয়ে যায়। এই ফর্মে গাড়ীর মডেল নাম্বার, চেসিস নাম্বার, আর্ট নাম্বারসহ বিভিন্ন তথ্য এন্ট্রি করা হয় যা BRTA তে গাড়ী রেজিষ্ট্রেশনের সময় প্রয়োজন হয়। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে তথ্য প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেও প্রয়োজন হলে BRTA থেকে গাড়ী রেজিষ্ট্রিকৃত তথ্যও পেতে পারবে। ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষের স্বচ্চতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে;

দ. **BIN update via VAT registration interface**:ভ্যাট অনলাইনের *IVAS system*যে সকল ভ্যাট আপডেট বা নতুন তৈরী করে থাকে তা সরাসরি ASYCUDA World System এ ইলেকট্রনিক ভাবে অনলাইন ব্যবস্থায় চলে আসে।ফলে ASYCUDA World Systemকোন প্রকার মেনিফ্যাষ্ট বা এলসি দাখিল হলে তা সংশ্লিষ্ট Importer/Exporterবা তাঁর প্রধিনিধি তাদের বিল অব এন্ট্রি প্রসেস করতে পারে;

ধ. **Additional fraud codes on Inspection Act:** আগে Inspection Act এ স্বল্প সংখ্যক fraud codesছিলো বর্তমানে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী ২১২ টা Additional fraud codes সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজনের ফলে উদঘাটিত অনিয়ম কোড আকারে সুনির্দিষ্ট আকারে লিপিবদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কোথায় কোন কাস্টমস হাউজ বা শুল্ক ষ্টেশনে কতগুলো অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে তা জানা যাবে। এই তথ্য উপাত্ত রিস্ক ম্যানেজম্যান্ট, পিসিএ সহ বিভিন্ন কাজে সহায়তা প্রদান করবে।

ন. **Data Archiving:** ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর হতে ASYCUDA World System এর কাযক্রম শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে, ৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এত দীঘ সময়ের ডাটা সিস্টেমে রাখা হলে তা সিস্টেমের পারফরম্যান্সের জন্য ফলদায়ক নয়। এমতাবস্থায়, ২০১৭ সালের জুন মাস নাগাদ পেমেন্ট ডাটা আকাইভিং উদ্দ্যেশে টেষ্ট এনভায়রনমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। টেষ্টিং সম্পন্ন হলে ডাটা আকাইভিং কাজ শুরু হবে।

এছাড়া অনলাইন সার্ভিসের আওতায় ASYCUDA World Systemএ যাদের ইউজার আইডি রয়েছে তারা ওয়েবসাইট ও মোবাইল এর মাধ্যমে Inspection Act, Prepaid Account Balance, Bill of Lading এবং Bill of Entry/Export সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারছেন।

EFDMS সংক্রান্ত তথ্য

ব্যবসায়ী ও সেবা প্রদানকারীর কর পরিশোধ সহজ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড EFDMS (Electronic Fiscal Devoce Management System) প্রবর্তন করেছে। ২৫ আগস্ট ২০২০ হতে EFD (Electronic Fiscal Device) ও SDC (Sales Data Controller) বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করেছে। এটি একটি সফটওয়্যার ভিত্তিক হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি। এর আওতায় EFD (Electronic Fiscal Device) অথবা ক্ষেত্রমতে SDC (Sales Data Controller) অথবা POS (Point of Sales) ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে পণ্য ও সেবা সরবরাহের বিপরীতে EFDMS হতে "মূসক-৬.৩" চালান ইস্যু করতে হবে। চালান ইস্যুর ফলে সংশ্লিষ্ট পণ্য বা সেবা সরবরাহ বা বিক্রয় তথ্য ও প্রযোজ্য করের পরিমাণ বোর্ডের EFDMS এর তথ্য ভান্ডারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রেরিত হবে। এতে একদিকে যেমন কর আহরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে অন্যদিকে তেমন পণ্য বা সেবার ক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত করের অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা মনিটরিং করা সম্ভব হবে। EFDMS হতে মুদ্রিত চালান প্রদান করা হলে অর্থাৎ ক্রেতা চালান বুঝে নিলে এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি সফল হবে। ফলে সরকারের রাজস্ব আদায় গতিশীল হবে।

EFD:

এটি পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহের বিপরীতে ভ্যাট চালানপত্র (মূসক ৬.৩) ইস্যু, এবং মজুদ তথ্যসহ বিভিন্ন রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য ব্যবহৃত একটি যন্ত্র যা অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সার্ভারের সাথে সংযুক্ত।

EFD Features

- Very easy to use
- SIM based data service
- Quick charging – 72 hours standby
- High security from hackers
- Can records online/offline transactions
- Color-coded buttons
- USB, RS232 and ethernet ports
- Power & network availability lights

SDC

যে সব প্রতিষ্ঠান POS (Point of Sales) এ সফটওয়্যারে মাধ্যমে হিসাব সংরক্ষণ এবং পণ্য বা সেবা সরবরাহের সময় চালানপত্র ইস্যু করেন সে সব প্রতিষ্ঠানে এ যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হবে। এটিও পণ্য বা সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহের বিপরীতে ভ্যাট চালানপত্র (মূসক ৬.৩) ইস্যু, এবং মজুদ তথ্যসহ বিভিন্ন রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য ব্যবহৃত একটি যন্ত্র যা অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সার্ভারের সাথে সংযুক্ত।

SDC Features

- SDC or Sales Data Controller will be used in those business entity where there is already existing POS software

It will work as a black box and send all transaction data from POS to EFDMS.

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপিত মেশিনের বিবরণঃ

ক্রঃ নং	পর্যায়	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			মেশিনের সংখ্যা		
		EFD	SDC	মোট	EFD	SDC	মোট
১.	প্রথম	১০৭	৩	১১০	১০৮	৮	১১৬
২.	দ্বিতীয়	৯৩২	৭৩	১০০৫	৯৬৭	১৪১	১১০৮
৩.	তৃতীয় (১০.০৪.২০২১ তারিখ পর্যন্ত)	১৬৪৪	৮০	১৭২৪	১৬৮৯	১৫৬	১৮৪৫
মোট		**২৬৮৩**	**১৫৬**	**২৮৩৯**	**২৭৬৪**	**৩০৫**	**৩০৬৯**

১। EFDMS (Electronic Fiscal Device Management System) এর মেশিন বসানোর কাজ শুরু হয় ১৭ আগস্ট ২০২০ তারিখ হতে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর চেয়ারম্যান মহোদয় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখ।

২। প্রথম পর্যায়ে [১৭.০৮.২০২০ হতে ২৮.০৮.২০২০] ১০৭টি প্রতিষ্ঠানে ১০৮টি EFD এবং ৩টি প্রতিষ্ঠানে ৮টি SDC অর্থাৎ মোট ১১০টি প্রতিষ্ঠানে ১১৬টি মেশিন স্থাপন করা হয়।

৩. দ্বিতীয় পর্যায়ে [১৮.১০.২০২০ হতে ১৪.১২.২০২০] ৯৩২ টি প্রতিষ্ঠানে ৯৬৭টি EFD এবং ৭৩টি প্রতিষ্ঠানে ১৪১টি SDC অর্থাৎ ১০০৫টি প্রতিষ্ঠানে মোট ১১০৮টি মেশিন বসানো হয়।

৪। তৃতীয় পর্যায়ে [০৩.০১.২০২১ থেকে শুরু] ১০ এপ্রিল, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত ১৬৪৪টি প্রতিষ্ঠানে ১৬৮৯টি EFD এবং ৮০টি প্রতিষ্ঠানে ১৫৬টি SDC অর্থাৎ মোট ১৭২৪টি প্রতিষ্ঠানে মোট ১৮৪৫টি মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

৫। ১০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত মোট ২৬৮৩টি প্রতিষ্ঠানে ২৭৬৪টি EFD এবং ১৫৬টি প্রতিষ্ঠানে ৩০৫টি SDC অর্থাৎ সর্বমোট ২৮৩৯টি প্রতিষ্ঠানে ৩০৬৯টি EFD/SDC মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।